পরানের কথা

সোহেল আহমেদ পরান

জলছবি প্রকাশন

পরানের কথা

সোহেল আহমেদ পরান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-0-6

মূল্য : ২০০ টাকা

প্রচ্ছদ
কাব্য কারিম

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

....

Poraaner Kotha By **Shohel Ahmed Poraan**
Published in Ekushe Boimela 2018 by AKM Nasiruddin Ahmed
Jalchhabi Prokashon, Dhaka. Price : TK. 200.00, US $ 6

উৎসর্গ

আমার মা ও আব্বা
পৃথিবীতে আজ আর যারা নেই, কিন্তু আমার
চেতনায় যারা অম্লান প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ

লেখকের কথা

লেখালেখির কীভাবে শুরু, মনে নেই। তবে গাঁয়ের প্রকৃতিই আমাকে কবি বানিয়েছিলো! স্কুলে পড়ার সময়ে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকের ছোটদের পাতায় নিয়মিত ছড়া, কবিতা ও গল্প লিখতাম। সে সময় লেখালেখি ছিলো নেশার মতো। এরপর দীর্ঘদিন লেখালেখি থেকে নির্বাসন আমার। প্রায় ২০ বছর পর প্রথম আলো ব্লগসহ বেশ কিছু বাংলা ব্লগের মাধ্যমে লেখালেখিতে ফিরে আসি। কর্মজীবনের ব্যস্ততায় গল্প-উপন্যাস লেখার সময় খুব কমই পাওয়া যায়। তাই লেখালেখির ছোট্ট ফর্ম বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি আমি। এ পর্যন্ত অনেক লিমেরিক লিখেছি। সঙ্গে-সঙ্গে লিখেছি 'পরানের কথা'-চার লাইনের বচন। এক সময় ফেসবুকে সক্রিয় হবার পর বন্ধু সফিউল্লাহ লিটন একদিন অনুরোধ করলো প্রতিদিন যেনো কিছু না কিছু বাংলা লিখি। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। ফলে পরানের কথার কলেবর বেড়েছে দিন-দিন। আমার বাবা কথায়-কথায় খনার বচন ও বিভিন্ন শাস্ত্র (তাঁর ভাষায়) বলতেন। আমরা তা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। বাবার মুখে সেসব শুনতে-শুনতে এ ধরনের বচন লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলাম মূলত বাবার কাছেই। পরানের কথা 'বই' হয়ে ওঠার পেছনে অনেকের প্রেরণা ও ভালোবাসা আছে। অনেকের নাম উল্লেখ না করে তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা ছড়িয়ে দিলাম। তবে কিছু বিষয় আমাকে খুব অপ্লুত করে। যে কোনো একটি লেখা শেষ করেই আমি আমার স্ত্রী বা আমার কন্যাদ্বয়ের কাউকে না কাউকে শুনিয়ে থাকি। আমার লেখাগুলো তাদের ভালোলাগায় লেখার উৎসাহ পেয়েছি আমি। এ ছাড়া আমার মুক্তিযোদ্ধা চাচা (ছোট কাকু) আমার প্রতিটি লেখা ফেসবুকে পড়েন, উৎসাহ দেন এবং শেয়ার করেন। এটাও আমার প্রেরণার অন্যতম। বইটিতে মোট ৩৬৫টি অণু কবিতা স্থান পেয়েছে। তাই প্রতিদিন একটি করে পরানের কথা আপনার হলেও পরানের কথা আপনাকে জড়িয়ে থাকবে সারা বছর ধরে। তবে থাকুক।

সোহেল আহমেদ পরান
১ জানুয়ারি, ২০১৮

১.

ভালো মানুষ, সহজ মানুষ
বোকার সনদ পায়,
ধূর্ত-কুটিল ভালোর মাথায়
কাঁঠাল ভেঙ্গে খায়।

২.

অবহেলায় বিবেক কাঁদে
বিজনেস-প্রফিট মুখ্য,
ভেজাল যে আজ মন-মননে
সেটাই বড়ো দুঃখ।

৩.

অস্থি-মজ্জার গণ্ডি ছেড়ে
পচন এখন চিন্তায়,
দিন-দুপুরে সুস্থ ধী সব
হয় যে নিখুঁত ছিনতাই।

৪.

ধর্ম বিলায় শান্তিবাণী
ভালোবেসে শান্তি নামাও,
ধর্মাচারে নয় অনাচার
সহিংসতা রক্ত থামাও।

৫.

শতো কবি অতো কবি
হাজার কবি সেরা,
স্ব-ভাবে ভাব নির্বাসনে
হয় না তার আর ফেরা!

৬.

পোশাকী বাহবা বড়
কে-বা দেখে হৃদয় তট,
বেগের কাছে আবেগ হারা
কুর্নিশ যে পায় শুধু নট।

৭.

ভণ্ডামিতে আনাক ডুবে
তুমি সমাজপতি বড়,
তোমার পাতা ফাঁদে পড়ে
‘জ্বী হুজুর’ আজ সবাই জড়।

৮.

আমার সময় আমার জীবন
এসব অসার, নয় আমার,
হৃদয় পাড়ে পরান দিয়ে
সাজাই তবে কার খামার?

৯.

হত্যা এবং অপমৃত্যু
আজ যেনো আর ‘কিছুই না’
স্বার্থে অন্ধ মন ও মগজ
নির্মমতায় পিছুই না।

১০.

দেখো শুধু বাহিরাবরণ
দেখো না তো অন্তঃপুর,
ভ্রান্ত তোমার সাদা-সূত্র
শুভ্র স্নিগ্ধ মন তো দূর!

১১.

ভাঁড়ে ভারাক্রান্ত সময়
হাসির ছন্দ ভ্রমে,
আঁধার নামে ফিকে আলোয়
কষ্ট সহজ দমে।

১২.

কেউ কি দেখে ভেতর বাড়ি
জানতে পারে মন?
দৃষ্টি সবার অবয়বে
দৃশ্যে অনুক্ষণ।

১৩.

এমন সময়ধারা
নিঃশব্দ কলরবে,
স্মার্টফোনে বুঁদ সবে
মিছেয় পাগলপারা।

১৪.

কাজে তো আর হয় না ফল আজ
কথায় ভিজে চিড়ে,
'নিষ্ঠা' বন্দি অসার-গৃহে
নাচন 'মেকি' ঘিরে।

১৫.

জেনে বুঝে দিনে-দিনে
হয় যে গুরু নত,
না জেনে বা কিয়ৎ জেনে
নবীন দুর্বিনীত।

১৬.

আমি কি হায় চিনি আমায়
ভেতর এবং বাহির,
কলুষ তো খোলসে থাকে
শুদ্ধটুকুই জাহির!

১৭.

দেখো শুধু লেবাস!
দেখো কভু ভেতর ঘরে?
নীরব কিবা সরব স্বরে
নিত্য করে যে বাস!

১৮.

বন্ধু মানি তাকেই
পরম সুখে–
চরম দুঃখে–
হৃদয়ে যে থাকেই।

১৯.

ভালোবাসাই নয় যথেষ্ট
অর্থও অনুষঙ্গ,
অর্থ ছাড়া সব থেমে যায়
প্রিয়ার তনুরঙ্গ।

২০.

কুটবুদ্ধি, রুগ্নচিন্তা
এখন শুধু জেতে,
সুস্থ ভাবনা, নীতিকথা
কাঁদে মুক্তি পেতে।

২১.

যতোই তুমি ছাড় দিয়ে যাও
তোমার ঘাড়েই চাপে,
নরম-শরম পেয়ে তোমায়
গিলে ধাপে-ধাপে।

২২.

পারলে দিতে টাকাকড়ি
অনেক সুজন মেলে,
অসহায়ের পাশ ফাঁকা, সব
তেল দিয়ে যায় তেলে।

২৩.

ন্যায়-অন্যায় বিবেক বোধ আজ
কোথায় গেছে উবে,
মানুষ চলে পাপের পথে
পড়ে অসার লোভে।

২৪.

ফ্যাশনটা কি প্যাশন থেকে
নাকি সস্তা রূপ বিকি?
নেয় না সমাজ, নেয় না সময়
সেটা স্টাইল বা ফ্যাশন কি!

২৫.

প্রতিশ্রুতির তুবড়ি মুখে
কাজের বেলায় উল্টোরথ,
যতন করে গোছায় শুধু
নিজের ভূত ও ভবিষ্যৎ।

২৬.

আমার ভাষা থমকে গেছে
আমি তো আজ বোবাই,
আমরা সবাই নিদয়-নিঠুর
ভালোবাসা ডুবাই।

২৭.

ফেসবুকে যায় দেখা ফেস
আসল নকল বুঝা দায়,
মাইন্ডবুকটা চাই যে এবার
মনন বুঝার অভিপ্রায়।

২৮.

মূল্যবোধের মূল্য তো নাই
স্বার্থসিদ্ধিই বড়,
মানবতা রুদ্ধ করে
কীসের বড়াই করো?

২৯.

প্রশ্ন শুধু ফাঁস হয়ে যায়
দাস হয়ে যায় পড়া,
সনদ জোটে বড়-বড়
জ্ঞানই কেবল ধরা।

৩০.

খাদ্যে ভেজাল, কী আর করা–
ঔষধে সারাবো,
ঔষধেও যে ভেজাল ম্যালা–
হাত কোথায় বাড়াবো!